এই শ্লোকে "সংসারহেতুপরমশ্চ"—এই পদের অন্তে প্রযুক্ত চকারটীর অর্থ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সংসারহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তির পর শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে।

তত্র যদ্যপি শ্রবণমননাদিকং জ্ঞানসাধন মপি তৎসাম্মুখ্যমেব, ব্রহ্মাকারস্যানুভবহেতুত্বাৎ, অতএব তৎ পরম্পরোপযোগিত্বাৎ সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগ কর্ম্মাণ্যপি তৎসাম্মুখ্যান্যেব, তথা তেষাং কথঞ্চিদ্ভক্তিত্ব মপি জায়তে; কর্ম্মণস্তদাজ্ঞাপালনরূপত্বেন তদর্পিতত্বাদিনা চ করণাৎ, জ্ঞানাদীনাঞ্চান্যত্রানাসক্তিহেতুত্বাদিদ্বারা ভক্তিসচিবতয়া বিধানাৎ; তথাপি পূর্ব্বং ভক্ত্যা ভজেতেত্যনেন কর্ম্মজ্ঞানাদিকং নাদৃতং, কিন্তু সাক্ষাদ্ভক্ত্যা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণয়ৈব ভজেতেত্যুক্তম্। তথৈব সহেতুকং শ্রীসূতোপদেশোপক্রমত এব দৃশ্যতে। যথাহ দ্বাবিংশত্যা, স বৈ ইত্যাদিনা, অতো বৈ কবয় ইত্যন্তেন গ্রন্থেন—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তি রধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বে বলা হইল শ্রীহরিকে ভজন করিতে হইবে। এই ভজনটী কি প্রকার, তাহাই বুঝাইবার জন্য একটী বিচার আরম্ভ করিতেছেন। তন্মধ্যে যদ্যপি শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান-সাধনও পরতত্ত্বসাম্মুখ্যকরই বটে। যেহেতুক ঐশ্রবণ-মননাদি জ্ঞান-সাধন, সেই পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মরূপ আবির্ভাববিশেষের অনুভবের হেতু হইয়া থাকে; অতএব সেই পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যের পরম্পরারূপে উপযোগিতা আছে বলিয়া সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ, কর্ম্ম প্রভৃতি ও পরতত্ত্ব-সাম্মুখ্যের হেতু হইয়া থাকে। যেমন সেইসকল পূর্ব্বোক্ত সাধনসমূহ, সাক্ষাৎ ও পরম্পরারূপে পরতত্ত্বের সাম্মুখ্যের হেতু, তেমনই সেইসকল সাধনের কিছু ভক্তিধর্ম্মও আছে, তবে সাক্ষাৎরূপে নহে—প্রকারান্তরে। যেমন কর্ম্ম, ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিতে এবং ভগবানে অর্পণাদিদ্বারা অনুষ্ঠান করাতে আরোপসিদ্ধা ভক্তিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, তেমনি জ্ঞানাদি সাধনেরও স্বরূপাতিরিক্ত-জড়ীয়পদার্থে অনাসক্তির হেতুত্ব আছে বলিয়া ও প্রথমপ্রবৃত্ত-ভক্তের পক্ষে ভক্তির সহায়তা সম্পাদন করে বলিয়া জ্ঞানাদি-সাধনেরও সহায়তারূপ ভক্তিত্ব আছে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীচরণ বলেন—"ঈষৎ প্রথমমেবাস্য প্রবেশায়োপযোগিতা"। অর্থাৎ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রথমপ্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ভক্তিতে প্রবেশের উপযোগিতা আছে (ভক্তি রসামৃত সিন্ধু)। তথাপি পূর্ব্বে অর্থাৎ "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ"—এই শ্লোকে "ভক্ত্যা ভজেত" অর্থাৎ ভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে ভজন করিবে—এইরূপ উল্লেখ থাকাতে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদির কোন প্রকার আদর করা হয় নাই; "একয়া ভক্ত্যা ভজেত"—এইরূপ উল্লেখ